লকডাউনে কোথাও মেলা, কোথাও স্তব্ধ জনজীবন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো, ২৪ মার্চ : জনতা কার্ফিউর দিন সংযমের ছবি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু লকডাউনে ছবিটা পালটে গেল। কোথাও সংযম, কোথাও জমায়েত লক্ষ করা গেল। সোমবার বিকেল ৫টা থেকে লকডাউন চালু হয়েছে। তবু মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মানুষের মনে হেলদোল নেই। রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখা গিয়েছে অনেককেই। কোনও পাড়ায় চলেছে পুজোর আয়োজন। কোথাও আবার তাস, ফুটবল খেলা চলেছে। নকশালবাড়ির বেশ কয়েকটি জায়গা বাদে খড়িবাড়ি, বাগডোগরা, ইসলামপুর, চোপড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় ছুটির মেজাজ লক্ষ করা গেছে। ফলে, পুলিশ প্রশাসনও পথে নেমে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু কার কথা কে শোনে! পুলিশ-প্রশাসন পিছন ঘুরতেই ছবির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

এদিন খড়িবাড়ির ডুমুরিয়ায় সকাল থেকে চৈতা কালীপুজো চলে। সেখানে দলে দলে পুণ্যার্থীরা ভিড় জমান। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি বিডিও ঘটনাস্থলে যান। তিনি মেলা ও মন্দিরে জমায়েত বন্ধ করার নির্দেশ দেন। তবে বিডিও এলাকা ছাড়ার পর ফের ভিড় জমিয়ে পুণ্যার্থীদের পুজোপার্বণ চলে। একই ছবি বাগডোগরায় দেখা যায়। লোকনাথনগরের একটি মিষ্টির দোকানে অর্ধেক দামে মিষ্টি বিক্রি করায় ভিড় জমেছিল। পুলিশ গিয়ে দোকান বন্ধ করে দেয়। কিন্তু পুলিশ চলে যাওয়ার পরে ফের মিষ্টি বিক্রি হয়। চৈতা কালীপুজো কমিটির সদস্য দুর্গালাল রায় বলেন, দলবদ্ধভাবে পুজো না করার কথা বললেও কেউ শুনছেন না। তাই মেলা বন্ধ রাখা হয়েছে। খড়িবাড়ির ভালুকগাড়া মোড়ে প্রতি মঙ্গলবার সাপ্তাহিক পাইকারি সবজি বাজার হয়। সেখানে অন্য সপ্তাহের তুলনায় এদিন অনেক বেশি ভিড় হয়। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিমাদ্রি সিনহা সহ এলাকার সচেতন নাগরিকরা বাজারে গিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করেন। রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অধিকারী ডেমরাভিটা এলাকায় রাস্তা ঢালাইয়ের কাজ করাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এলাকার প্রধান ভবতোষ মণ্ডল বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রানিগঞ্জের দুটি চা বাগানে কাজ হয়। খড়িবাড়ি ব্লক ট্রাইবাল উন্নয়ন কমিটি এ বিষয়ে খড়িবাড়ি থানায় শ্রমিকদের সুরক্ষার দাবিতে লিখিত অভিযোগ জানায়। সংগঠনের সম্পাদক অনিল বাঘোয়ার বলেন, ২০-৩০ জন করে বাইরের শ্রমিক এনে বাগানে চা পাতা তোলার কাজ করানো হচ্ছে। যে কোনও সময় করোনা ভাইরাস সংক্রামিত হতে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কিত। খড়িবাড়ি বিডিও যোগেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি জেলা শাসককে জানানো হয়েছে।

এসবের মধ্যে কিছুটা স্বস্তির ছবি দেখা গিয়েছে নকশালবাড়িতে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান বাদ দিয়ে স্টেশন সহ প্রায় শুনসান ছিল। কিন্তু ভিনরাজ্য ও বিদেশ ফেরতদের নিয়ে চিন্তা নকশালবাড়ির বাসিন্দাদের। এদিকে মিরিক ব্লকের বন্ধ চা বাগান ও সংলগ্ন এলাকার বহু মানুষ ভিনরাজ্যে কাজ করেন। তাঁরা বাড়ি ফিরছেন বলে অনেকে জানিয়েছেন। মিরিকের মহাকুমা শাসক অশ্বিনী রায় বলেন, প্রশাসনের তরফে মেডিকেল টিম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে। যাঁরা বাইরে থেকে ফিরেছেন, তাঁদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, বাগডোগরার গোঁসাইপুর নতুনপাড়া, আঠারোখাইয়ের মাস্টারপাড়ায় লন্ডন, আমেরিকা ও বেঙ্গালুরু থেকে লোক আসায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লছকা সেতুতে নাকা চেকিং করা হয়। চোপড়া থানার বিভিন্ন এলাকায় এদিন দিনভর পুলিশি অভিযান চলে। সোনাপুর ও কাঁচাকালী সহ কিছু এলাকায় সবজি বাজার খোলা থাকায় মানুষের ভিড় জমে। লকডাউন অমান্য করার অভিযোগে বেশ কয়েকটি এলাকায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে। লকডাউনের আশঙ্কায় ইসলামপুরে গত কয়েকদিন শহর ও গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা চাল, আলু, মুড়ি, ডিম মজুত করা শুরু করেছিলেন। শহরের অধিকাংশ মুদিখানায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর টান পড়ে। এই সুযোগে কালোবাজারি বা কৃত্রিম সংকট যাতে না হয় তার জন্য প্রশাসনের তরফে কড়া পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ধরা পড়লে ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ইসলামপুরের মহকুমা শাসক খুরশিদ আলম। ইসলামপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুদেব নন্দী বলেছেন, জিনিসের দাম কোনওভাবেই বেশি নেওয়া যাবে না। কেউ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ম্যান্যুফ্যাকচারিং ইউনিট বসে গেলে মালের সরবরাহ কতদিন স্বাভাবিক থাকবে, সেখানে প্রশ্ন রয়েছে।

মেডিকেলে পৃথক ওয়ার্ড

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় শিলিগুড়িতে বাড়তি কোয়ারান্টিন সেন্টার তৈরি রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেসপিরেটরি আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি হচ্ছে। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক করেন। তার আগে সকালে তিনি টেলিফোনে পুরো পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের সঙ্গে কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, 'পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্তরকমের ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। মহকুমা শাসকের অফিসে একটি হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হচ্ছে।'

করোনা ভাইরাসে এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে কোনও পজিটিভ রোগীর সন্ধান না মিললেও পরিস্থিতির কথা ভেবে প্রশাসন সবরকম চিকিৎসা পরিষেবার পরিকাঠামো তৈরির চেষ্টা করছে। এদিন দুপুরে স্টেট গেস্টহাউসে এক বৈঠকে দার্জিলিংয়ের জেলা প্রশাসন, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে মন্ত্রী বলেন, 'হাতিঘিসায় একটি কোয়ারান্টিন সেন্টার চালু করা হয়েছে। একই কাজে দুটি আইটিআই-কেও ব্যবহার করা হবে। শহরে একটি ১০০ শয্যার ভবন পাওয়া গিয়েছে। সেখানেও কোয়ারান্টিন সেন্টারের বিষয়ে কথাবার্তা চলছে। মেডিকেলেও আইসোলেশন শয্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে প্রয়োজনের সময় অ্যাম্বুল্যান্স পেতে কারও কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য সরকারি, বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবাকে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হচ্ছে। সরকারিভাবে যে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে তা মেনে চলতে মানুষকে আবেদন করা হচ্ছে। খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউই বাড়ির বাইরে বের হবেন না। নির্দেশ না মানলে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।' সরকারি নির্দেশ মেনে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেসপিরেটরি আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করা হচ্ছে। এখনও পরিকাঠামো পুরোপুরি তৈরি না হলেও বুধবার থেকেই এই ওয়ার্ড চালু করা হচ্ছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে যাঁদের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হবে তাঁদের জন্যই এই ওয়ার্ড চালু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে ভেন্টিলেটার, অক্সিজেনের ব্যবস্থা সহ সমস্ত জীবনদায়ী সুবিধা থাকার কথা।

সামান্য কিছু চিকিৎসক রোগী পরিষেবায়, ক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এমনিতেই চিকিৎসকের অভাব। সিংহভাগ চিকিৎসকই কলকাতার এবং তাঁরা অনিয়মিতভাবে এখানে ডিউটি করেন বলে অভিযোগ। এটা দীর্ঘদিনের রীতি। কিন্তু করোনা ভাইরাস নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার মোকাবিলায় সমস্ত চিকিৎসকের ছুটি বাতিল করা হলেও কলকাতায় বসে থাকা মেডিকেলের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না সেই প্রশ্ন তুলেছেন কর্মরত চিকিৎসকরা। পুরো বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনে জানাচ্ছেন মেডিকেল কর্তারা। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীর দেব বলেন, 'আমরা সবদিকেই নজর রাখছি। কয়েকজন চিকিৎসক মঙ্গলবার এসেছেন। বিমান, ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাকিরা আসতে পারেননি।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে যত অধ্যাপক চিকিৎসক রয়েছেন তাঁর ৬০ শতাংশেরও বেশি কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন। প্রত্যেকটি বিভাগেই এমন বেশ কিছু চিকিৎসক রয়েছেন যাঁরা রোটেশনে অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে দুটি ভাগ করে নিয়ে পালা করে সপ্তাহে তিনদিন করে ডিউটি করেন। চিকিৎসকদের একটি দল রবিবার রাতের ট্রেনে শিলিগুড়িতে আসেন। তাঁরা সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত ডিউটি করে রাতের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে যান। আবার বুধবার রাতের ট্রেনে একদল চিকিৎসক কলকাতা থেকে রওনা হয়ে এখানে এসে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ডিউটি করে রাতের ট্রেনে কলকাতায় চলে যান। দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই চলছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ। বারবার স্বাস্থ্য ভবনকে জানিয়েও কাজ হয়নি বলেই মেডিকেল কর্তৃপক্ষের দাবি। ফলে সামান্য কিছু সিনিয়ার চিকিৎসক নিয়েই জুনিয়ার এবং ইন্টার্ন ও হাউস স্টাফদের উপরে ভরসা করে সারাবছর পরিষেবা দিতে বাধ্য হচ্ছে কর্তৃপক্ষ। তাদের বক্তব্য, ওই চিকিৎসকদের নিয়মিত ডিউটি করার কথা বললেই উত্তর আসে, 'স্বাস্থ্য ভবনে সব বলা রয়েছে। আমরা এইভাবেই ডিউটি করব।' ফলে ওই চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারে না মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি জটিল হতেই ওই চিকিৎসকরা একে একে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এখনও মেডিসিন, চক্ষু, ইএনটি, সার্জারি, অর্থোপেডিক সহ বিভিন্ন বিভাগের একাধিক অ্যাসোসিয়েট প্রফেসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার এমনকি রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসারও (আরএমও) কলকাতায় রয়েছেন। তবে, এমনও কিছু চিকিৎসক রয়েছেন যাঁরা গত সপ্তাহে ট্রেনে বা বিমানে এখানে এসেছেন, কিন্তু আচমকা ট্রেন, বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর ফিরতে পারছেন না।

ট্রেন চলাচল আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যাত্রীবাহী বিমান চলাচলও মঙ্গলবার থেকেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে কলকাতা থেকে চিকিৎসকদের এখানে আসার রাস্তাও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, ট্রেন, বিমান বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর পেয়েও ওই চিকিৎসকরা কেন কর্মস্থলে আগেভাগেই চলে এলেন না? মেডিকেলের চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন, গুটিকয়েক চিকিৎসক সারাবছর এখানে দিনরাত চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে যাবেন, আর কিছু চিকিৎসক কলকাতায় থেকে মাসের শেষে মাইনে নেবেন এটা মেনে নেওয়া যায় না। ওই চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য ভবনকে জানানোর দাবিতে এই চিকিৎসকরা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং হাসপাতাল সুপারের কাছে দাবি করেছেন। হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৌশিক সমাজদার বলেন, 'আমাদের চিকিৎসক রয়েছেন। কিছু চিকিৎসক তো কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন। আমরা দেখছি কী করা যায়।'

শুনসান হাট

হেলাপাকড়ি ও বিন্নাগুড়ি, ২৪ মার্চ : মঙ্গলবার কার্যত শুনসান থাকল হেলাপাকড়ি হাট। এদিন অত্যাবশ্যক সামগ্রী সহ সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার সাপ্তাহিক হাট বসে এখানে। হাটে স্থানীয় ও বহিরাগত কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়। কিন্তু করোনার প্রকোপের কারণে জমায়েত এড়াতে মঙ্গলবার হাট বাতিল করে হেলাপাকড়ি ব্যবসায়ী সমিতি।

ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক স্বপন সেন বলেন, 'হাট বাতিলের বিষয়ে স্থানীয়দের আগেই অবগত করা হয়েছিল। দোকান খোলা থাকলে জমায়েত হতে পারে, এটা ভেবে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দোকানগুলিও বন্ধ করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের তরফে সহযোগিতাও মিলেছে। তবে বুধবার থেকে মুদিখানা, শাকসবজি, মাছ, মাংস, দুধ, ওষুধ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দোকান বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। বাকি সমস্ত দোকান বন্ধ রাখা হবে।' হাট বাতিলে সাময়িক সমস্যা হলেও করোনার মোকাবিলায় ব্যবসায়ী সমিতির এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

অন্যদিকে, করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আতঙ্কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল বিন্নাগুড়ির সাপ্তাহিক হাট। স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এলাকাবাসীরাই হাট বন্ধ করে দেন। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান দিতে স্থানীয় কিছু সবজি ব্যবসায়ী ডালা পেতে বসছেন। তাতে কেনাকেটা করছেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবারের স্থানীয় বাসিন্দা মোহন সার্কি, আমজাদ আলি প্রমুখ জানান, বিন্নাগুড়ির দু'দিনের সাপ্তাহিক হাটে স্থানীয় ব্যবসায়ী ছাড়াও বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ বাজার করতে আসেন। বহিরাগত ব্যবসায়ীরাও দোকান নিয়ে আসেন বিন্নাগুড়ির হাটে। তাই করোনা সংক্রমণ আটকাতে হাট বন্ধ রাখা হয়েছে। সংক্রমণের আতঙ্ক না কাটা পর্যন্ত হাট বন্ধ থাকবে বলে তাঁরা জানান। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য অরুণ রাম জানান, ভিড় এড়িয়ে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে হাট বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এলাকাবাসীর স্বার্থে স্থানীয় কিছু সবজি ও ফল ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখে দোকান বসিয়েছেন।

লকডাউন না মানায় লাঠিচার্জ

ইসলামপুর, ২৪ মার্চ : লকডাউন না মানায় মঙ্গলবার ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ দফায় দফায় লাঠিচার্জ করেছে। সোমবার বিকাল থেকে লকডাউনের সরকারি নির্দেশ কার্যকর হলেও একাংশ মানুষকে এদিন অযথা রাস্তায় আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছে। অনেকেই রাস্তায় ঘোরাফেরা করছিলেন। ফলে বাধ্য হয়ে পুলিশকে দফায় দফায় বিভিন্ন এলাকায় লাঠিচার্জ করতে হয়।

ইসলামপুর থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'অনেকেই লকডাউনে নিজেদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।'

ইসলামপুরের পুলিশ সুপার শচীন মক্কর বলেন, 'লকডাউনের নির্দেশ অকারণে যাঁরাই লঙ্ঘন করবেন, পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে কড়া আইনি পদক্ষেপ করবে।'

শহরবাসী এখন জীবন্ত সিসিটিভি ক্যামেরা

শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ : করোনা আতঙ্কে শহরবাসী যেন জীবন্ত সিসিটিভি ক্যামেরা হয়ে উঠেছেন। তাঁরা কড়া নজর রাখছেন আশপাশের বাড়ির উপরেও। কোন বাড়িতে বাইরে থেকে লোক এসেছেন, কোথায় লকডাউন না মেনে লোকজন ভিড় করছেন, সে খবর দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের কাছে। অনেকে আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের এলাকার আপডেট দিচ্ছেন। এমনকি কোথাও বেগতিক কোনও কিছু দেখলে অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই পদক্ষেপ করছেন বাসিন্দারা। বাইরে থেকে আসা ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ যাতে ছড়াতে না পারে, সেজন্য সরকারের তরফ থেকেও বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হয়েছে। জ্বর, সর্দি, কাশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। তবুও অনেকেই সচেতন নন। নিজেদের ট্রাভেল হিস্ট্রি লুকিয়েছেন এমন বাসিন্দাও রয়েছেন। তাই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে নিজের এলাকাতেও কড়া নজরদারি রেখেছেন অনেক শহরবাসী। ভিনরাজ্য হোক বা ভিনদেশ, কারও বাড়িতে বাইরে থেকে কেউ ফিরলেই ফোন চলে যাচ্ছে স্থানীয় কাউন্সিলারের কাছে। অনেক আবার ফোন করছেন থানায়। এমনকি লকডাউনের সময় মাঠে, চা ও ফাস্ট ফুডের দোকান খোলা দেখলেও পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন অনেক এলাকাবাসী। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে ফেরা এক ব্যক্তিকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেই পুলিশকে খবর দেন সূর্য সন কলোনির বাসিন্দারা। শুধু তাই নয়, স্পেন থেকে ফেরা যুবতীর ক্ষেত্রেও একইভাবে পদক্ষেপ করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশের তরফে বাসিন্দাদের এই সচেতনতার প্রশংসা করা হয়েছে। খবর পেলেই এলাকায় ছুটে যাচ্ছে পুলিশ। নিজেদের এলাকায় কড়া নজরদারি শুরু করে দিয়েছেন শংকর ঘোষ, তাপস চট্টোপাধ্যায়, নান্টু পাল, মৌসুমি হাজরা সহ পুরনিগমের কাউন্সিলাররা।

করোনা সতর্কতার প্রচার

ক্রান্তি, ২৪ মার্চ : করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে আতঙ্কের পরিবর্তে সচেতন থাকার বার্তা দেওয়া হচ্ছে ক্রান্তি ও সংলগ্ন এলাকাজুড়ে। পুলিশ, গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ব্যক্তিগত উদ্যোগে সচেতনতার প্রচার চলছে। মঙ্গলবার নিজের দোকান বন্ধ রেখে গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে এলাকায় করোনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার করেন স্থানীয় ব্যবসায়ী রমেন ঘোষ। তিনি জানান, ক্রান্তি, চ্যাংমারি, রাজাডাঙ্গা ও চাঁপাডাঙ্গা সহ মোট চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত প্রচার চালিয়েছেন। একইসঙ্গে প্রায় দু'হাজার মাস্ক বিলি করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যোগেন সরকার ও তাঁর পরিবার ক্রান্তি পালপাড়া এলাকায় বিনামূল্যে ৫০০টি মাস্ক, গ্লাভস ও টিস্যু পেপার বিতরণ করেন। করোনা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ক্রান্তি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে লিফলেট বিলি করা হয়।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে আপনার সরকারের পাশে দাঁড়ান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোভিড-১৯ মহামারী প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আপৎকালীন ত্রাণ তহবিল, ২০২০ গঠন করেছে এবং এই রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকাতে ৪ লাখ পিপিই ড্রেস, ২ লাখ সার্জিকাল মাস্ক, ২০ হাজার আইআর থার্মোমিটার, ৫০ হাজার লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ২ লাখ এন৯৫ মাস্ক, ৫০ হাজার গ্লাভস, ৩০০টি ভেন্টিলেটর এবং ৩টি ইসিএমও মেশিন কেনার বরাত দিয়েছে।

কিন্তু এগুলো হয়তো পর্যাপ্ত নয়। আমাদের প্রয়োজন হতে পারে আরও বেশি। তাই এই আপৎকালীন ত্রাণ তহবিলে অর্থ সাহায্য করুন এবং করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের সহযোগিতা করুন। এই মহৎ কার্যে দ্বিধাহীনভাবে পাশে দাঁড়ান আপনিও।

একসঙ্গে এই লড়াইয়ে জয়ী হবো আমরা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আপৎকালীন ত্রাণ তহবিল-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ:
ব্যাঙ্ক: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, শাখা: হাওড়া, অ্যাকাউন্ট নম্বর: **628005501339**
আইএফএসসি কোড: **ICIC0006280**, এমআইসিআর কোড: **700229010**

কীভাবে এবং কোথায় সাহায্য করা যাবে:

চেক/ড্রাফট/অনলাইনে অর্থ প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুন
শ্রী খালিদ এ. আনোয়ার, আইএএস
যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ
মোবাইল: **9903236466**
ইমেল: **wbserf@gmail.com**

অর্থ ছাড়া অন্য ধরনের সামগ্রী/পরিষেবা প্রদানের জন্য যোগাযোগ করুন
শ্রী সঞ্জয় বনশল, আইএএস
সচিব, স্বাস্থ্য বিভাগ
মোবাইল: **9051022000/9874529800**
ইমেল: **wbsacs@gmail.com**

অর্থ প্রদান করলে শ্রী খালিদ এ. আনোয়ারকে এবং কোনও সামগ্রী/পরিষেবা প্রদান করলে শ্রী সঞ্জয় বনশলকে ইমেল-এর মাধ্যমে জানান। আপনার অবদান সরকারের তরফ থেকে কৃত্যজ্ঞতার সাথে স্বীকার করা হবে।

অর্থ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

..ICA-692(12)/2020..

ডাক্তার, নার্স, পুলিশ এবং সকল জরুরি পরিষেবার কর্মীরা। সকল স্বাস্থ্যকর্মী ও সাফাইকর্মীরা। সরকারি কর্মীরা এবং আপৎকালীন পরিষেবায় কর্মরত ব্যক্তিরা। সংরক্ষণ ও মজুত ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করছেন। সকল সদয় সাহায্যকারী ব্যক্তিরা। কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য

ধন্যবাদ

আপনাদের সবাইকে!

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়** রাজ্যের সকল নাগরিকের সঙ্গে মিলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে থাকা অকুতোভয় এই সকল কর্মী এবং তাঁদের পরিবারদের প্রতি।

প্রতিনিয়ত আপনাদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা, ত্যাগ এবং দৃঢ়চেতা মানসিকতা ছাড়া এই লড়াই সম্ভব হতো না। এই দুঃসময়ে আপনারাই আমাদের আশা এবং সাহস জুগিয়ে চলেছেন। আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের।

সবিনয় অনুরোধ, কাজে থাকাকালীন সময়ে সাবধানে থাকবেন এবং নিজের খেয়াল রাখবেন।

একসঙ্গে এই লড়াইয়ে জয়ী হবো আমরা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

..ICA-693(18)/2020..